[2021] 8 এস. সি. আর. 352

এম/এস। চেমিনোভা ইন্ডিয়া লিমিটেড

বনাম

পঞ্জাব রাজ্য।

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 749)

আগস্ট 04,2021

[নভিন সিনহা এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, জে. জে।]

ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973: s.469-সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু-ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের অভিযোগ-10.02.2011-এ ডিলারের কাছ থেকে নেওয়া নমুনা এবং কীটনাশক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে। গবেষণাগারে 17.02.2011-এ বিশ্লেষণের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে-আবেদনকারী-প্রস্তুতকারককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে-দ্বিতীয় নমুনার পুনর্বিবেচনার জন্য 15.04.2011-এ অনুরোধ করা হয়েছে-দ্বিতীয় নমুনাটি 02.05.2011-এ পাঠানো হয়েছে এবং পুনরায় বিশ্লেষণের প্রতিবেদনটি 09.12.2011-এ প্রাপ্ত হয়েছে-অভিযোগটি 25.03.2014-এ দায়ের করা হয়েছে।অভিযোগ সময়সাপেক্ষ ছিল কি নাঃ গবেষণাগার থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণের প্রতিবেদনটি 14.03.2011-এ নিজেই নির্দেশিত হয মিসব্র্যান্ডিং-এইভাবে এস এর অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধতার সময়কাল। 469 শুধুমাত্র 14.03.2011 থেকে শুরু-অভিযোগ সময়সাপেক্ষ ছিল-সীমাবদ্ধতা-বিলম্ব/ল্যাচ-কীটনাশক আইন, 1968-এসএস। 3 (ক) (i), 17,18,29 এবং 33।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত বলেছেঃ 1. আপিলকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার চেষ্টা করা হচ্ছ কীটনাশকের ভুল ব্র্যান্ডিংয়ের ভিত্তি, অর্থাৎ, ট্রাইজোফোস 40 শতাংশ ই. সি. অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে এফ নমুনা বিশ্লেষণের পরে, এটিতে 40 শতাংশ লেবেলযুক্ত ঘোষণার বিপরীতে কেবল 34.70% পর্যন্ত সক্রিয় উপাদান পাওয়া গেছে। সুতরাং, এটি আইনের 3 (কে) (আই) ধারার অর্থের মধ্যে 'ভুল ব্র্যান্ডিং'-এর একটি ঘটনা এবং এই ধরনের ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য বিক্রি করা লঙঘন 17, 18 এবং 33 ধারা আইনের 29 ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য। 29 নং ধারার পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট যে,সর্বাধিক এই ধরনের অপরাধের জন্য শাস্তি, যদি এটি প্রথম অপরাধ হয়, তা হলে দুইবছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা দশ হাজার টাকার কম নয় এমন অর্থদণ্ড, যা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, অথবা উভয়ই হতে পারে। দ্বিতীয় এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য, শাস্তি হল এমন একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড যা এইচ তিন বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে বা জরিমানা সহ যা এর চেয়ে কম হবে না।

পনেরো হাজার টাকা যা সত্তর-পাঁচ হাজার টাকা বা উভয়ই হতে পারে। Cr.PC-এর ধারা 468-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণ নিষিদ্ধ করে। সীমাবদ্ধতা। এর উপ-ধারা (2) (সি) অনুসারে, সীমাবদ্ধতার সময়কাল তিন বছর, যদি অপরাধটি শাস্তিযোগ্য হয় এক বছরের বেশি কিন্তু অনধিক সময়ের জন্য কারাবাস তিন বছর। Cr.PC-এর ধারা 469 'সীমাবদ্ধতার সময়কালের সূচনা' নিয়ে কাজ করে। উক্ত বিধান অনুসারে, কোনও অপরাধীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সময়কাল অপরাধের তারিখ থেকে শুরু হবে বা যেখানে অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা কোনও পুলিশ আধিকারিকের কাছে অপরাধটি সম্পর্কে জানা ছিল না, সেই প্রথম দিন যেদিন এই ধরনের অপরাধ 'সি'-র নজরে আসে বা কোনও পুলিশ আধিকারিকের কাছে, যেটি আগে হোক না কেন। [অনুচ্ছেদ 9] [357-সি-এইচ

2. বর্তমান ক্ষেত্রে, এটি বিতর্কিত নয়, অভিযোগকারী কীটনাশক থেকে 14.03.2011 বিশ্লেষণের প্রতিবেদন পেয়েছেন। লুধিয়ানার টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল 25.03.2014 যা 14.03.2011 থেকে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিল। রাজ্যের পক্ষে একমাত্রওয়া ছিল যে কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার থেকে আরও রিপোর্ট ছিল 09.12.2011-এ প্রাপ্ত যা তথ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ, যেমন, অভিযোগটি সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে রয়েছে। লুধিয়ানা ছিল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যার কাছে নমুনাটি 10.02.2011-এ অঙ্কন করার পরে 17.02.2011-এ পাঠানো হয়েছিল এবং বিশ্লেষণের প্রতিবেদনটি 14.03.2011-এ প্রাপ্ত হয়েছিল, যেমন উক্ত তারিখটি এফ-কে সময়কাল শুরু করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ বলা হয়। সীমাবদ্ধতা। 14.03.2011-এ প্রাপ্ত উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যেখানে বলা হয়েছে যে, নমুনার সক্রিয় উপাদানটি কেবলমাত্র 34.70% পর্যন্ত ছিল, যেখানে লেবেলযুক্ত ঘোষণাটি ছিল 40 শতাংশ, এটা স্পষ্ট যে এটি সেই অপরাধের তারিখ যা অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। অভিযুক্ত। যেহেতু আইনের 24 (4) ধারার অধীনে বিবেচনা করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারে নমুনা পাঠানোর জন্য আরও অনুরোধ করা হয়েছে, যা 09.12.2011-এ প্রাপ্ত হয়েছিল, এই জাতীয় বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির উপর 09.12.2011 সীমাবদ্ধতার সূচনার ভিত্তি হতে পারে না। কীটনাশক পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণের প্রতিবেদন

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

লুধিয়ানার একটি গবেষণাগার, 14.03.2011-এ নিজেই ভুল ব্র্যান্ডিং নির্দেশ করে, যেমনটি অভিযোগে বলা হয়েছে, এইভাবে, ধারা 469, Cr.PC-এর অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধতার সময়কাল কেবল 14.03.2011 থেকে শুরু হয়। বিষয়টির সেই দৃষ্টিতে, দায়ের করা অভিযোগটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ এবং কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, যে অভিযোগ, যা আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান। [অনুচ্ছেদ 10] [358-এ-জি] ফৌজদারি আবেদনের বিচারঃ ফৌজদারি আপি 2021 সালের No.749। 2020 সালের সিআরএম-এম No.1162-এ চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট সি-এর 12.05.2020 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে। গুরু কৃষ্ণকুমার, সিদ্ধার্থ লুথরা, সিনিয়র অ্যাডভাস। , এস. হরিহরন, নিতিন থাথাই, শ্রীমতি জয়ক্রিতি এস. জাদেজা, শ্রীমতী স্নেহা রবি আইয়ার, আইনজীবীরা। এর জন্য

আবেদনকারীরা। শ্রীমতী জসপ্রিত গোগিয়া, শ্রীমতী মন্দাকিনী সিং, করণবীর গোগিয়া,

শ্রীমতী শিবাঙ্গী সিংহল, শ্রীমতী আশিমা মান্ডলা, আইনজীবীরা। উত্তরদাতাদের জন্য। আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এই ফৌজদারি আপিল দায়ের করা হয়েছে, তারিখের আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ 12.05.2020 চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট এই রায় দিয়েছে। উপরোক্ত আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট আপিলকারীদের ক্ষেত্রে সিআরএম-এম No.1162-2020 (ওঅ্যান্ডএম)-এর আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে। আবেদনকারীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কীটনাশক আইন, 1968 (এরপরে 'আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ধারা 29 এবং কীটনাশক বিধি, 1971-এর বিধি 27 (5)-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য 3 (কে) (আই), 17,18 এবং 33 ধারার অধীনে অমৃতসর জেলার আত্তারি জেলার কীটনাশক পরিদর্শক কর্তৃক দায়ের করা 26 নং অভিযোগ।

3. 10.02.2011-এ, কীটনাশক পরিদর্শক, আত্তারি, জেলা অমৃতসর, ফার্মের প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেছেন-মেসার্স। নবনীত সিং-অমৃতসর জেলার আত্তারিতে রেলওয়ে রোডে যেখানে এর একমাত্র মালিক শ্রী। নবনীত সিং উপস্থিত ছিলেন। এম/এস। নবনীত সিং প্রথম আপিলকারী-সংস্থার একজন ব্যবসায়ী, যা কীটনাশক উৎপাদনে নিযুক্ত। এর উপর

এম/এস। চেমিনোভা ইন্ডিয়া লিমিটেড। & এএনআর। ভি। পঞ্জাব রাজ্য 355

[আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

পরিদর্শনের দিন, পরিদর্শনকারী আধিকারিক কীটনাশকের 60 টি টিনের সন্ধান পান। , বিক্রয়ের জন্য প্রাঙ্গনে একটি ট্রাইজোফোস 40 শতাংশ ই. সি। পরিদর্শনকারী আধিকারিক 60টি টিনের মধ্যে তিনটি টিনের নমুনা পরীক্ষার নমুনা হিসেবে নিয়েছেন এবং এই ভিত্তিতে যে, বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো নমুনাগুলিতে 40 শতাংশ লেবেলযুক্ত ঘোষণার বিপরীতে মাত্র। শতাংশ পর্যন্ত সক্রিয় উপাদান পাওয়া গেছে, অভিযোগ করেছেন যে এটি আইনের ধারা বি 3 (কে) (আই)-এর অর্থের মধ্যে 'ভুল ব্র্যান্ডিং' এবং এই জাতীয় পণ্যের বিক্রয় আইনের 17,18 ও 33 ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, দ্বিতীয় উত্তরদাতা 2014 সালের 26 নং অভিযোগে অমৃতসরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। উক্ত অভিযোগে, যে ডিলারের কাছ থেকে নমুনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার সাথে প্রথম আপিলকারী-সংস্থা, দ্বিতীয় আপিলকারী-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের

4.আপিলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা উচ্চ আদালতে অভিযোগ বাতিলের আবেদন করেছেন মূলত এই কারণে যে অভিযোগটি ধারা ২৪ এর অধীনে নির্ধারিত সীমা এবং পদ্ধতি দ্বারা বহির্ভূত ছিল। আপিলকারীদের ক্ষেত্রে এটি ছিল যে নমুনা পরীক্ষায় অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছিল, তাই ধারা ২৪ এর অধীনে নির্ধারিত সময়সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছিল, যা বাধ্যতামূলক ছিল। অতএব, অভিযোগটি বাতিল করার যোগ্য। আপিলকারীদের ক্ষেত্রে এটিও ছিল যে প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার ইতিমধ্যেই দায়ের করা হয়েছে যা নির্দেশ করে যে মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা, যেহেতু আপিলকারীরা এখানে মামলার জন্য মোটেও দায়ী নন এবং প্রয়োজনীয় দিকগুলি পরীক্ষা না করেই নৈমিত্তিকভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। আপিলকারীদের ক্ষেত্রে এটিও ছিল যে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির (Cr.PC) ধারা ২০২ এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেননি।হাইকোর্ট, আপত্তিকর আদেশের মাধ্যমে, আপিলকারীদের বিবেচনায়, এখন পর্যন্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং হাইকোর্টের ৪ নম্বর আবেদনকারী, যিনি ফার্মের গোডাউন ইনচার্জ ছিলেন, তার কার্যক্রম বাতিল করেছরুদ্ধে মামলা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

5. আমরা শুনেছি শ্রী এস. গুরুকৃষ্ণ কুমার, আবেদনকারীদের পক্ষে অভিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, মিসেস জয়ক্রিতি এস. জাদেজার সহায়তায় এবং শ্রীমতী জসপ্রিত গোগিয়া, পঞ্জাব রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী, জি।

6. আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গুরুকৃষ্ণ কুমার বিতর্কিত আদেশের 10 নং পৃষ্ঠার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে ডিলারের কাছ থেকে 10.02.2011-এ নমুনা নেওয়া হয়েছিল; সেগুলি 17.02.2011-এ লুধিয়ানার কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছিল; এবং

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

লুধিয়ানার কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার থেকে 14.03.2011-এ বিশ্লেষণটি পাওয়া গেছে। উপরন্তু, এটি জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পরে-প্রস্তুতকারক এবং তার আধিকারিকরা আইডি-এ একটি চিঠির মাধ্যমে দ্বিতীয় নমুনার পুনরায় বিশ্লেষণের জন্য অনুরোধ জানান এবং প্রয়োজনীয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা দেওয়ার পরে, দ্বিতীয় নমুনাটি আইডি3-এর পুনর্বিবেচনার জন্য বি ফরিদাবাদের সেন্ট্রাল ইনসেকটিসাইড টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় এবং আইডি2-এর পুনর্বিবেচনার রিপোর্ট বিলম্বিতভাবে পাওয়া যায়, যা স্পষ্টতই আইনের 24 (4) ধারার লঙ্ঘন। আইনটির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি উল্লেখ করে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছেন যে, ভুল ব্র্যান্ডিং অপরাধের জন্য, অভিযোগ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ শাস্তি হল সি-এর কারাদণ্ড যা দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা যা দশ হাজার টাকার কম হবে না বা উভয়ই হতে পারে। আরও বলা হয়েছে যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করার সীমাবদ্ধতা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছর। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে লুধিয়ানার কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারের বিশ্লেষণের প্রতিবেদনের তারিখ থেকে অভিযোগ দায়ের করার সীমাবদ্ধতা কেবল 14.03.2014 পর্যন্ত ছিল, তবে অভিযোগটি ছি 25.03.2014-এ ফাইল করা হয়েছিল, যা সীমাবদ্ধতার সময়সীমার বাইরে। তা সত্ত্বেও, হাইকোর্ট এটিকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেনি। আইনটির 24 ধারার বিধানগুলির কথা উল্লেখ করে অভিজ্ঞ কৌঁসুলি বলেছেন যে দ্বিতীয় প্রতিবেদনের সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ নমুনা পাঠানোর তারিখ থেকে ত্রিশ দিন, কিন্তু ই, তা সত্ত্বেও ফরিদাবাদের সেন্ট্রাল ইনসেকটিসাইড টেস্টিং ল্যাবরেটরি প্রতিবেদনটি সাত মাস বিলম্বিত করেছে, যা আইনের 24 (4) ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিদ্বান কৌঁসুলি আরও বলেছেন যে সমন জারি করার সময়, ধারা 202, Cr.PC এর অধীনে বিবেচিত পদ্ধতিটি ম্যাজিস্ট্রেট অনুসরণ করেন না।

7. অন্যদিকে, মিসেস জসপ্রিত গোগিয়া, বিজ্ঞ পরামর্শদাতা রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত হয়ে, আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলির করা বিভিন্ন জমা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছেন যে কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার থেকে বিশ্লেষণের প্রথম প্রতিবেদন, লুধিয়ানা 14.03.2011-এ প্রাপ্ত হয়েছিল, আবেদনকারীরা অন্য নমুনাটি কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছেন, যা ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা দেওয়ার পরে, 02.05.2011-এ যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছিল এবং দ্বিতীয় নমুনার পুনর্বিবেচনা কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার, ফরিদাবাদ থেকে 09.12.2011-এ প্রাপ্ত হয়েছিল। আইনের 24 (4) ধারার কথা উল্লেখ করে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছেন যে এই জাতীয় দ্বিতীয় নমুনার প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত প্রমাণ হবে, এইচ হিসাবে, এটি বলা যায় না, অভিযোগটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ। এছাড়াও, এম/এস।

। [আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

এটি বিদ্বান পরামর্শদাতার জমা দেওয়া বক্তব্য যে আইনের 24 (4) ধারার অধীনে সময়সীমা অনুসরণ করা হয়েছিল এবং দায়ের করা অভিযোগ সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এবং পদ্ধতি লঙ্ঘনও নয়। ধারা 202, Cr.PC.

8 এর অধীনে বিবেচনা করা হয়েছে। পক্ষগুলির জন্য শিক্ষিত পরামর্শ শোনার পর, আমরা বিতর্কিত আদেশ এবং রেকর্ডে রাখা অন্যান্য উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

9। লুধিয়ানার কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার থেকে 10.02.2011 বিশ্লেষণের রিপোর্টে ডিলারের কাছ থেকে নমুনা নেওয়ার পরে 14.03.2011-এ প্রাপ্ত হওয়ার অবিসংবাদিত সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে দায়ের করা অভিযোগটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ। লুধিয়ানার কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার থেকে সি রিপোর্টটি পরিদর্শক 14.03.2011-এ পেয়েছিলেন তা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। এই আইনের 29 নং ধারায় 'অপরাধ ও শাস্তি' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কীটনাশকের ভুল ব্র্যান্ডিং অর্থাৎ ট্রাইজোফোস 40 শতাংশ ই. সি-র ভিত্তিতে মামলা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে নমুনা বিশ্লেষণের পরে, এটিতে 40 শতাংশ লেবেলযুক্ত ঘোষণার বিপরীতে কেবল 34.70% পর্যন্ত সক্রিয় উপাদান পাওয়া গেছে। সুতরাং, এটি আইনের 3 (কে) (আই) ধারার অর্থের মধ্যে 'ভুল ব্র্যান্ডিং'-এর একটি মামলা এবং এই ধরনের ভুল ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য বিক্রি আইনের 17,18 এবং 33 ধারার লঙ্ঘন যা 29 ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য। 29 ধারার পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি, যদি এটি প্রথম অপরাধ হয়, তা হলে কারাদন্ড যা দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে অথবা 'ই' র্থদণ্ড যা দশ হাজার টাকার কম হবে না, যা হতে পার পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত বা উভয়ই। দ্বিতীয় এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য, শাস্তি হল তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পনেরো হাজার টাকার কম নয় এমন জরিমানা যা সত্তর-পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, অথবা উভয়ই। Cr.PC-এর 468 ধারা এফ-এর পরে কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণ করতে নিষেধ করে সীমাবদ্ধতার মেয়াদ শেষ হওয়া। এর উপ-ধারা (2) (সি) অনুসারে, সীমাবদ্ধতার সময়কাল তিন বছর, যদি অপরাধটি এক বছরের বেশি কিন্তু তিন বছরের বেশি নয় এমন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়। সীমাবদ্ধতা '। উক্ত বিধান অনুসারে, কোনও অপরাধীর সঙ্গে জি-র সম্পর্কে সীমাবদ্ধতার সময়কাল অপরাধের তারিখ থেকে শুরু হবে বা যেখানে
যেদিন এই ধরনের অপরাধের কথা প্রথম ব্যক্তি বা কোনও পুলিশ আধিকারিকের নজরে আসে, যেদিন এই ধরনের অপরাধের কথা জানা যায়, সেই দিন, যেদিন আগে হয়, সেই দিন অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে কি না, তা জানা যায় না।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

10. বর্তমান ক্ষেত্রে, এটি বিতর্কিত নয়, অভিযোগকারী-2য় লুধিয়ানার কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার থেকে উত্তরদাতা 14.03.2011 বিশ্লেষণের প্রতিবেদন পেয়েছেন এবং 25.03.2014-এ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যা 14.03.2011 থেকে তিন বছরেরও বেশি সময়ের। রাজ্যের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার একমাত্র জমা দেওয়া বক্তব্য হল যে কেন্দ্রীয় কীটনাশক রীক্ষা পরীক্ষাগার থেকে আরও রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়েছিল 09.12.2011 যা তথ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ, যেমন, অভিযোগটি সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে থাকে। রাষ্ট্রের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার এই ধরনের উপস্থাপনে আমরা সন্তুষ্ট নই। যখন 469 ধারার ভাষা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে সীমাবদ্ধতার সময়কাল অপরাধের তারিখ থেকে শুরু হবে, তখন শুধুমাত্র ফরিদাবাদের কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারের রিপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ থেকে সীমাবদ্ধতার সি গণনা চাওয়ার কোনও কারণ নেই। সংবিধির অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি, অর্থাৎ কীটনাশক আইন, 1968 এবং তার অধীনে তৈরি নিয়ম অনুসারে, কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার, লুধিয়ানা ছিল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যার কাছে নমুনাটি 10.02.2011-এ অঙ্কন করার পরে 17.02.2011-এ পাঠানো হয়েছিল এবং বিশ্লেষণের প্রতিবেদনটি প্রাপ্ত হয়েছিল 14.03.2011 , সুতরাং উক্ত তারিখটিকে সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখ বলা হয়। 14.03.2011-এ প্রাপ্ত উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যেখানে বলা হয়েছে যে, নমুনার সক্রিয় উপাদান শুধুমাত্র 34.70% ছিল, যেখানে লেবেলযুক্ত ঘোষণা ছিল 40 শতাংশ, এটা স্পষ্ট যে এটি অভিযুক্ত ই-এর দ্বারা কথিত অপরাধের তারিখ। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগারে নমুনা পাঠানোর জন্য আরও অনুরোধ করা হয়েছে, যেমনটি বিবেচনা করা হয়েছে আইনের 24 (4) ধারার অধীনে, যে প্রতিবেদনটি 09.12.2011-এ প্রাপ্ত হয়েছিল, 09.12.2011-এ এই ধরনের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ভিত্তি হতে পারে না।
সীমাবদ্ধতার সূচনা। লুধিয়ানার কীটনাশক পরীক্ষা পরীক্ষাগার থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণের প্রতিবেদনটি 14.03.2011-এর উপর ইঙ্গিত করে।

ভুল ব্র্যান্ডিং, যেমন অভিযোগে বলা হয়েছে, এইভাবে, ধারা 469, Cr.PC এর অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধতার সময়কাল কেবল 14.03.2011 থেকে শুরু হয়। বিষয়টির সেই দৃষ্টিতে, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে দায়ের করা অভিযোগটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ এবং এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া, যা সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে মনে করা হয়, তা 'জি' ছাড়া আর কিছুই নয়, বরং আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান। যদিও বিদ্বান কৌঁসুলি বাতিলের সমর্থনে অন্যান্য ভিত্তিও উত্থাপন করেছেন, যেহেতু আমরা তাঁর আবেদন মেনে নিতে রাজি হয়েছি যে দায়ের করা অভিযোগ সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ, তবে উত্থাপিত অন্যান্য কারণগুলির সাথে মোকাবিলা করার প্রয়োজন নেই।

11. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, এই ফৌজদারি আপিল অনুমোদিত। পঞ্জাব হাইকোর্টের এম/এস দ্বারা গৃহীত 12.05.2020 তারিখের এইচ বিতর্কিত আদেশ।

চেমিনোভা ইন্ডিয়া লিমিটেড। & এএনআর। ভি। পঞ্জাব রাজ্য 359

[আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

& চণ্ডীগড়ের হরিয়ানায় সিআরএম-এ এম No.1162-2020 (ওঅ্যান্ডএম) আলাদা করে রাখা হয়েছে। ফলস্বরূপ, অমৃতসরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা 26 নং অভিযোগ বাতিল হয়ে যায়।

দেবিকা গুজরাল

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen